দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 7 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

109

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে অপপ্রচার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষা কোনদিন বন্ধ করা হবে না, বরং সম্প্রসারণ করা হবে। শিক্ষামন্ত্রীও সংসদে একই কথা বলেছেন। তা সত্ত্বেও একশ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী অপপ্রচার শুরু করেছেন, বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এই অপপ্রচারের দ্বারা দেশের ধর্মপ্রাণ ও দরিদ্র পরিবারের যারা মাদ্রাসায় শিক্ষার জন্য সন্তানসন্ততি পাঠিয়েছেন, তাদের মনে ভয় ঢোকানো হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টাও করা হচ্ছে।

সত্যিকারের ঘটনা হলো, দেশে সরকারি অনুদান ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রায় ১৫ হাজার মাদ্রাসার মধ্যে অনেক মাদ্রাসার কোন অস্তিত্ব নেই। কোন কোন মাদ্রাসায় ছাত্রের তুলনায় শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা বেশি। অনেক মাদ্রাসা সরকারের নিয়মনীতি ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে। এসব ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে দেশব্যাপী জরিপের উদ্যোগ নেয়া হয়। সেই জরিপের উপর ভিত্তি করে নীতিমালা লঙ্ঘন ও ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত দু'শ'র কিছু বেশি মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার, এমপিও (মাস্থলি পে অর্ডার) ভুক্তি বাতিল ও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে প্রাপ্ত এ সংক্রান্ত সংবাদ পত্রান্তরে প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের দেশে সাধারণভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিকতার সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে একশ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী মাদ্রাসাগুলোকে কেন্দ্র করে শঠতা, মিথ্যাচার ও দুর্নীতির জাল বিস্তার করে আছে। ১৫ হাজারের মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র দু'শ' নিয়মবহির্ভূত ও ভুয়া মাদ্রাসা চিহ্নিত হয়েছে। প্রতিবছর মাদ্রাসা শিক্ষার নামে কোটি কোটি টাকা সরকারি অনুদান লুটপাট করা হচ্ছে; তা বাঁচাতে হলে সরেজমিন তদন্ত এবং দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া একটা অব্যাহত প্রক্রিয়া বলে আমরা ধরে নিচ্ছি। মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত কোন দুর্নীতিবাজ যেন ফাঁকফোকর দিয়ে গলিয়ে না যায় তা দেখার দায়িত্ব সরকারের।

শুধু মাদ্রাসা নয়, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ভুয়া মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ও মাঝে মাঝে ধরা পড়ে। তালিকায় ভুয়া শিক্ষক তো হরহামেশাই ধরা পড়ছে। সম্প্রতি শতাধিক বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। এসব নিয়ম ভঙ্গকারীদের সপক্ষে কথা বলার সাহস কেউ দেখাননি; কিন্তু ভুয়া ও নিয়ম লঙ্ঘনকারী মাদ্রাসার সাফাই গাওয়ার জন্য রং চড়িয়ে বলা হচ্ছে সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার উদ্যোগ নিচ্ছে।

যেসব বেসরকারি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগ হলো ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, চালু ও স্বীকৃতির ন্যূনতম শর্তপূরণে ব্যর্থতা, তহবিলে নির্ধারিত অঙ্কের টাকা না থাকা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র না থাকা, লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় বই না থাকা ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকার রিপোর্টে দেখা গেছে বহু মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীর প্রকৃত সংখ্যা খাতাপত্রে উল্লিখিত সংখ্যার ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। শিক্ষক নেই, অথচ বেতন-ভাতা তোলা হচ্ছিল এমন ঘটনা তো বহু ধরা পড়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন পরীক্ষায় মাদ্রাসা ছাত্রদের নকল ও অসদুপায় অবলম্বন অন্যদের চেয়ে কম নয়। কি ধরনের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা এসব মাদ্রাসায় দেয়া হয়, এসব থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মাদ্রাসা শিক্ষায় নানা ধরনের যে দুর্নীতির প্রসার হয়েছে তার সঙ্গে শুধু একশ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ীই জড়িত নয়, অনেক শিক্ষা কর্মকর্তাও এ সবের সঙ্গে জড়িত। অন্যদিকে সরকারি মাদ্রাসাগুলোতেও নানা ধরনের অনিয়ম ও মিথ্যাচার চলছে। অনেক সরকারি মাদ্রাসাতেও শিক্ষক-কর্মচারীর তুলনায় ছাত্রসংখ্যা নগণ্য। ভুয়া ছাত্রেরা তালিকায় স্থান পায়। দাখিল-আলিম পরীক্ষায় পাসের হার শোচনীয়। আমাদের শিক্ষা কর্মকর্তারা সরকারি মাদ্রাসার ব্যাপারে জরিপ চালালে অনেক অসঙ্গতি ও অনিয়ম খুঁজে পাবেন। এদেশে প্রকৃত অর্থে মাদ্রাসা শিক্ষাকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হলে এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দুর্নীতি ও অনিয়মের মূল উৎপাটন করতে হবে। এ কাজ করতে যেয়ে ধর্মব্যবসায়ী স্বার্থান্বেষীদের কথায় কান না দিলেও চলবে। অপাত্রে যেন টাকা ঢালা না হয়, তা দেখার দায়িত্ব সরকারের। মাদ্রাসাগুলোর স্বার্থেই মাদ্রাসা শিক্ষার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে হবে।

সম্পাদকীয়